দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 4|8|78. ... ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 1 ... ...

249

ঢাকা ঃ শুক্রবার, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৫ ঃ ৪ঠা আগস্ট, ১৯৭৮

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ আর নেই। গতকাল (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে ঢাকার পিজি হাসপাতালের রোগ-শয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি (ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল ৭৪ বছর।

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন আমাদের জাতীয় সাংবাদিকতার এক মহান অগ্রচারণ। একটানা প্রায় চল্লিশ বছর তিনি এই পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে বর্মায় 'দি রেঙ্গুন ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে তিনি উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিক 'স্টার অব ইন্ডিয়ার' সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। সংবাদ সংস্থা 'দি ওরিয়েন্ট প্রেস ইন্ডিয়ার' কলকাতা, কটক ও শিলং ব্যুরোর তিনি ছিলেন ব্যবস্থাপনা-সম্পাদক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদে 'লাল-কোর্তা' ছদ্মনামে লেখা তার কলামটি পাঠকসমাজে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি করে। কলকাতার দৈনিক ইত্তেহাদে তিনি বার্তা-সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ঢাকায় দৈনিক সংবাদ ও পূর্বদেশসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য সাধনায়ও নিজের সৃজনী প্রতিভা এবং মৌলিক চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ। তেরোটি বিচিত্রধর্মী গ্রন্থের তিনি প্রণেতা। উপমহাদেশের সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং রাজনীতির ইতিহাসে অনন্য দলিল তাঁর জনপ্রিয় গ্রন্থ 'আমাদের মুক্তিসংগ্রাম', 'যুগ বিচিত্রা', 'সেকাল ও একাল', 'সংবাদ ও সাংবাদিক', 'সেকালের কাহিনী', 'ফাঁসির মঞ্চে' 'বিচিত্র জীবন' প্রভৃতি। 'যুগবিচিত্রা' গ্রন্থটির জন্যে তিনি দাউদ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন।

মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গেও সুদীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৮-৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল মেরিনার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে স্বদেশী মহলে ও জন্মস্থান সন্দ্বীপে 'ওলি-গান্ধী' নামে খ্যাতিলাভ করেন তিনি।

সাংবাদিকদের কাছে তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় 'ওলি ভাই'। তাঁর মত এমন সদালাপী, হৃদয়বান এবং দুর্লভ চারিত্রিক মাধুর্যের অধিকারী ব্যক্তি আমাদের সমাজে বিরল দৃষ্টিগোচর। চরম দুঃখের মধ্যেও তাঁর মুখে ফুটে থাকত শিশুর মত স্নিগ্ধ সরল হাসি। এই সরলতা দিয়ে সবাইকে তিনি কাছে টানতেন। খাঁটি সাংবাদিক বলতে যা বোঝায় মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন তার এক মূর্ত প্রতীক। জীবনের শেষ কয় বছর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে প্রায় সর্বক্ষণ লড়াই করতে হয়েছে।

এই মহান সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে আমাদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের যে ক্ষতি হল তা সহজে পূরণ হবে না। অতীতের সঙ্গে আমাদের এক বিরাট যোগসূত্র ছিন্ন হল এই মৃত্যুতে। একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের আকাশ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। এ ক্ষতি এবং বেদনা অনিবার। মরহুমের শোকাহত পরিজনদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা আমাদের নেই। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।